তারিখ ...14 MAY 2016...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

সংবাদ

এসএসসি পরীক্ষার ফল

গণিতে পিছিয়ে পড়া উদ্বেগজনক

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল গত বুধবার একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১০ বোর্ডে পাসের হার ৮৮ দশমিক ২৯ শতাংশ। গত বছরের তুলনায় এবার পাসের হার কিছুটা বাড়লেও জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসায় সার্বিকভাবে জিপিএ-৫-এর সংখ্যা কমেছে।

তবে পরীক্ষা পাসের শতাংশের হিসাবে বিগত ৫ বছরের তুলনায় এবারই ছন্দপতন ঘটল। তবে, পাসের হার কিংবা জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যাগত অবস্থানের চেয়েও আমাদের কাছে গুরুত্ববহ হলো সাফল্যের গুণগত অবস্থান। সেই বিবেচনায় এবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফলে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ ঘটেছে।

এবারের সাধারণ ৮টি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা গণিতে বেশি খারাপ করেছে। আর মাদ্রাসা বোর্ডে খারাপ করেছে সমাজ বিজ্ঞান, বাংলা ও ইতিহাসে। অর্থাৎ মানব সম্পদ তৈরির বিবেচনায় ফলাফলের এই চিত্র শিক্ষাবিদদের নিঃসন্দেহে উদ্বিগ্ন করবে।

মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে দেশের সাধারণ শিক্ষার সমতুল্য করার যে প্রয়াসের কথা প্রায়ই শোনা যায়, এই ফলাফল তা প্রমাণ করে না। বাংলা, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসে ব্যাপক খারাপ করা মানেই মাদ্রাসা শিক্ষা এখনও সেই ধর্মীয় শিক্ষার গণ্ডিতেই আবদ্ধ রয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা জাতি কীভাবে প্রত্যাশিত মানব সম্পদ পাবে সেটাই প্রশ্ন?

অন্যদিকে গণিতে পাসের হার কমার কারণেই সার্বিক পাসের হারে এবার প্রভাব ফেলেছে। খবরে বলা হয়েছে, গণিতে শিক্ষার্থীরা ভীতির মধ্যে ছিল এবং এ বিষয়ে সৃজনশীল পরীক্ষা দিতে হয় বলে শিক্ষার্থীদের ভয় আরও নাকি বেড়েই চলছে। আমরা কখনই বলব না বেশি পাসের হার দেখানোর জন্য গণিত শিক্ষার মান নামিয়ে আনা হোক। গণিত শিক্ষার মান যত বাড়বে গুণগত মানের উচ্চশিক্ষার পথ ততই প্রশস্ত হবে। গণিত চর্চার দ্বারাই মানব সম্পদের অগ্রগতির সূচক প্রধানত নির্ধারিত হয়। গণিতের প্রয়োগ সর্বত্র। গণিতসহ যেসব বিষয়ে অধিকসংখ্যক পরীক্ষার্থী খারাপ করেছে তা কাটাতে ব্যাপকসংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। শিক্ষার মান বৃদ্ধির স্বার্থে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প হতে হবে যুগের চাহিদা অনুযায়ী।

এছাড়াও উপযুক্ত শিক্ষক পেতে হলে শুধু শিক্ষকদের ডিগ্রি দেখাটাই যথেষ্ট নয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণ একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে চালু রাখতে হবে। প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়াতে স্থানীয়ভাবেও উদ্যোগ নেয়া দরকার। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ছাড়া ভালো শিক্ষক কোনো মতেই পাওয়া যাবে না। ভালো ডিগ্রিধারী হলেই যে ভালো শিক্ষক হবে তার কোন বাস্তবতা নেই।

এবারও শহরের চেয়ে গ্রামের শিক্ষার্থীরা খারাপ করেছে। এই বৈষম্য দূর করতে মন্ত্রণালয়কে নতুন করে ভাবতে হবে।